২৬ জুলাই ২০১০ সোমবার
nandini@jjdbd.com
যায়যায়দিন

নন্দিনী

মনিকা জাহান বসু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাঙালি চিত্রকর। সেখানেই তার জন্ম, শিক্ষা লাভ এবং বেড়ে ওঠা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে তিনি গণিত, আইন এবং চারুকলা শাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন। কাজ করেন নারী অধিকার, পরিবেশ আইন এবং চিত্রকলা নিয়ে। মনিকা জাহান বসুর আরেকটি পরিচয় তিনি কমরেড স্বদেশ বসু এবং লেখক ও সমাজকর্মী নূরজাহান বসুর কন্যা। সম্প্রতি ঢাকা আর্টস সেন্টারে তার 'খোলো খোলো দ্বার' শীর্ষক একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল

মনিকার কাজের ক্ষেত্র নারী অধিকার, পরিবেশ আইন ও চিত্রকলা

রীতা ভৌমিক

বয়স সাত কী আট। ঢাকার উদয়ন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুলের আর্ট শিক্ষক মালেকার কাছে আঁকাআঁকি তো শিখতেনই এরপর সাপ্তাহিক ছুটির দিন রোববার যেতেন চারুকলায় শিশুদের আঁকা শেখার ক্লাসে। স্কুল এবং চারুকলায় আঁকা শিখতে শিখতেই তাকে বাবা-মায়ের সঙ্গে চলে যেতে হয় দেশের বাইরে। নয় বছর বয়সে অক্সফোর্ড এবং ১০ বছর বয়সে আমেরিকায়। সেখানে গিয়েও তিনি ছবি আঁকা বাদ দেননি। আমেরিকায় মনিকা প্রতি রোববার একজন পেইন্টিং শিক্ষকের কাছে পেইন্টিং শিখতেন। হাই স্কুলে যাওয়ার পর তিনি ন্যাশনাল গোল্ড মেডেল পাওয়া একজন চিত্রশিল্পীকে শিক্ষক হিসেবে পান। তার কাছ থেকে মনিকা চিত্রকলা সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ পান এবং পুরো ওয়াশিংটন মেট্রো পলিটন এলাকার হাই স্কুলে আর্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে গোল্ডেন কিং পুরস্কার জিতে নেন। পরে তিনি আমেরিকার কানেকটিকাট স্টেটে ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটিতে চারুকলা ও গণিত বিষয়ে বিএ ভর্তি হন। এটি ছিল চার বছরের কোর্স। ১৯৮৬ সালে তিনি বিএ ডিগ্রি অর্জন করে ওই বছরই ভারতীয় চিত্রকলার ওপর ডিপ্লোমা কোর্স করার জন্য ভারতে আসেন। শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। ১৯৮৭ সালে তিনি কোর্স সম্পন্ন করেন। এ সময় শিক্ষক হিসেবে পান কে জি সুব্রামানিয়াকে। ভারতীয় লোকশিল্প এবং চিত্রকলাকে ভালোভাবে জানার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। সে সঙ্গে ভারতের লোকশিল্প এবং সমকালীন চিত্রশিল্পের ওপর পড়াশোনা করেন। ১৯৮৭ সালের শেষের দিকে তিনি আমেরিকা ফিরে গিয়ে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে আইনশাস্ত্রে ভর্তি হন। ১৯৯০ সালে গ্র্যাজুয়েশন করেন। এরপরই তিনি পরিবেশ আইন এবং নারীর অধিকার নিয়ে কাজ শুরু করেন।

মনিকা জাহান বসুর মতে, আমেরিকার গভর্নমেন্টের ইউনাইটেড স্টেট এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন এজেন্সি পরিবেশ আইন নিয়ে কাজ করে। তিনিও এ সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে কাজ করেন। এছাড়া বাংলাদেশি ও ভারতীয় মেয়েরা যারা আমেরিকায় গিয়ে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয় যেমন পারিবারিক সহিংসতা, ইমিগ্রেশন সমস্যা ইত্যাদি। এসব সমস্যায় দেখা গেছে, স্বামীস্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে পাসপোর্ট আটকে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। স্ত্রীকে আমেরিকার নাগরিকত্ব হওয়ার সুযোগ করে দেয় না। স্ত্রী যাতে মুখ না খোলে তাকে ভয় দেখায়। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে তাহলে স্ত্রী নিজেই স্বামীর সম্মতি ছাড়াই গ্রিন কার্ড বা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে তা প্রমাণসাপেক্ষ হতে হবে। এ ধরনের মামলা অনেক করেছি। মামলায় জিতে এসব মেয়ে নাগরিকত্ব এবং চাকরি করে আগে আইন স্বামীর পক্ষে ছিল। কারণ স্বামীর সম্মতি ও সহযোগিতা ছাড়া স্ত্রী সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করতে পারত না। এসব নারীদের সহযোগিতার জন্য আইনটি পরিবর্তনে কাজ করেন। আইনটি পরিবর্তনে এনজিও, ইমিগ্রেশন, সমাজকর্মীসহ কয়েকটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগের ফলে ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যাক্ট তৈরি করা হয়। এ অ্যাক্টে উল্লেখ করা হয়, একজন স্বাবলম্বী হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, পরিবেশ আইন এবং নারীর মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি চিত্রকলা চর্চাও চালিয়ে যাই। জাপানের টোকিওতে ২০০০ সালে আমার প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হয়। আমার চিত্রকর্মের শিরোনাম ছিল টোকিও সিনস। এতে টোকিও শহরের চিত্র, বাড়ির ব্যালকনি ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে আসে। সম্প্রতি ঢাকার ধানমণ্ডিতে ঢাকা আর্ট সেন্টারে আমার একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। যেসব সমস্যা নিয়ে আমি কাজ করি সেসব চিন্তা-চেতনা রংতুলির আঁচড়ে চিত্রকর্মে তুলে ধরেছি। এসবের মধ্যে পানি, নদী, নারীর শিক্ষা, যানবাহন, মৌলবাদ, রাজনীতি, দেশভাগ ইত্যাদি বিষয় রয়েছে।